গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
সমন্বয় অধিশাখা
www.plandiv.gov.bd

নং-২০.০০.০০০০.৩৩২.১৬.০০৬.১৭-৪৭৭

তারিখঃ ২৯ কার্তিক, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
১৩ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ উন্নয়ন মেলা ২০১৭ আয়োজন সংক্রান্ত কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নং -০৩.৪৫১.০২২.০০০০.২০১৬-২৭৮, তারিখঃ ১১/১০/২০১৭ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন মেলা ২০১৭, আয়োজন উপলক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগকে অংশগ্রহন এবং আগামী ৯-১১ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠেয় উন্নয়ন মেলায় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের স্টলে পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশন সংশ্লিষ্ট সেক্টর ওয়াইজ Fast track প্রকল্পসমূহের (যদি থাকে) ব্রোশিওর এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি প্রচার করবে।

০২। এমতাবস্থায়, পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্রোশিওর/তথ্যাদি সমন্বয় অধিশাখায় প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর দপ্তর
পরিকল্পনা বিভাগ
ডাইরী নং...... তারিখঃ......
সিনিয়র প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল
প্রোগ্রামার
মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
সহকারী প্রোগ্রামার-১
সহকারী প্রোগ্রামার-২
সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

১৩/১১/২০১৭

(শ্যামল কুমার সিংহ)
যুগ্ম সচিব
ফোনঃ ৯১১৭৯১৪
E-mail: dsplandivco@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী, নীলক্ষেত, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব-১/২/৩, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
৩. প্রধান (সকল), পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষনা প্রতিষ্ঠান, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫. যুগ্মপ্রধান (এনইসি, একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ), পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
৬. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
(**Website** এ প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)
৭. PRO, মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮. সচিবের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৯. অফিস কপি।

সচিবের দপ্তর
পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
ডায়েরী নং- [illegible]
তারিখ- [illegible]

অতিরিক্ত সচিব-৩ এর দপ্তর
ডাইরী নম্বর [illegible] তারিখ [illegible]

যুগ্মসচিব (সমন্বয়)	
উপ-সচিব (প্রশাসন অধিশাখা-৪)	
উপ-সচিব (এসএনআরসি)	
সি:সহ:সচিব / সহ:সচিব (আইন শাখা)	

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

উন্নয়ন মেলা আয়োজন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মুখ্যসমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

তরিখ ও সময় : ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ বিকাল ৪:০০ ঘটিকা।

স্থান : সভাকক্ষ (২য় তলা), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

উপস্থিতি : সংলগ্নী 'ক'।

১.০। ভিডিও কনফারেন্সে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। সভায় ২০১৭ এর উন্নয়ন মেলার আলোচ্যবিষয় উপস্থাপন করেন মোঃ খলিলুর রহমান, মহাপরিচালক, নির্বাহীসেল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

১.১। মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মুখ্যসমন্বয়ক (এসডিজি) ও সভাপতি উন্নয়ন মেলার তারিখ নির্ধারণ, উন্নয়ন মেলার নাম নির্বাচন, রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান, থিমসং (উন্নয়ন মেলার সাথে মিল রেখে সংগীত) তৈরি, এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গতবারের তুলনায় উন্নত/ভাল মেলা করার জন্য আহবান জানান।

সভাপতি মহোদয় উন্নয়ন মেলাকে সফল করার জন্য উপস্থিত সকলের মতামত আহবান করেন। উপস্থিত সকল মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। সভায় উপস্থাপিত প্রস্তাবনাসমূহ বিষয়ের আলোকে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক্রম	বিষয়	সিদ্ধান্ত	কার্যক্রম
১.	মেলার উদ্দেশ্য/লক্ষ্য অর্জন	১.১। মূলতঃ 'উন্নয়ন মেলা' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম জনগণ তথা প্রান্তিক জনগোষ্টির মাঝে তুলে ধরতে হবে, যাতে জনগণ সরকারের উন্নয়ন কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে এবং সরকারের মুখপাত্র হিসেবে প্রচারণায় অংশগ্রহণ করতে পারে। ১.২। সরকারের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা, এমডিজি অর্জনে সরকারের সাফল্য প্রচার ও এসডিজি কার্যক্রমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। ১.৩। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ও সরকারি কর্মকর্তাগণের যৌথ অংশগ্রহণে স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে মতবিনিময় ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। ১.৪।শেখ হাসিনা ব্রান্ডিং এর জন্য 'শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ' সম্পর্কে জনগণের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা।	▪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
২	মেলার সময়	২.১। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে একযোগে সকল জেলা ও উপজেলায় উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত 'উন্নয়ন মেলা' প্রতি বছর সকল জেলা/উপজেলায় বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসকে সামনে রেখে ৯,১০,১১ জানুয়ারি, ২০১৮ করা যেতে পারে । তবে, বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে ৩ দিনের পরিবর্তে ১ দিন (স্ব স্ব দূতাবাসের পর্যালোচনায় উপযুক্ত সময়ে) আয়োজন করা যেতে পারে।	▪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৩	টার্গেট গ্রুপ	৩.১। শিক্ষার্থী, অভিভাবক, দেশি/বিদেশি পর্যটক/বিনিয়োগকারীসহ প্রান্তিক পর্যায়ের সকল স্তরের জনসাধারণকে এ মেলায় সম্পৃক্ত করতে হবে। ৩.২। বিশেষ করে তরুণদের মেলায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে । তরুণদেরকে স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস জানাতে হবে ও তাদেরকে বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যাতে তাদের মধ্যে ইতিহাস বা ধর্ম নিয়ে কোন বিকৃত/মিথ্যা ধারণা থাকলেও সেটি যেন অপসারিত হয় । এভাবে, তাদের চিন্তা-চেতনার মিথ্যা অংশকে সত্য দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।	▪ জেলা/উপজেলা প্রশাসন (সকল) ▪ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪	আয়োজক/ অংশগ্রহণকারী	৪.১। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সার্বিক আয়োজনে জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তর/সংস্থা, ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি এনজিও (দেশী/আন্তর্জাতিক), উন্নয়ন সংস্থা ইত্যাদি মেলায় অংশগ্রহণ করবে। ৪.২। জেলা/উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীগণের মেলায় অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ৪.৩। স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন/ক্লাবগুলোর মেলায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।	▪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল) ▪ জেলা/উপজেলা প্রশাসন(সকল) ▪ এনজিওসমূহ

৫	মেলা আয়োজনের মূল বিষয়সমূহ	৫.১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র উল্লেখযোগ্য ১০টি উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং। ৫.২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক অর্জিত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি/সাফল্য/পুরস্কার সম্পর্কিত প্রচারণা। ৫.৩। রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এ উন্নত বাংলাদেশের প্রস্তাবনা সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ/২০৪১ অর্জন এবং বাস্তবায়নের সাথে জনগণ-কে সম্পৃক্তকরণ। ৫.৪। MDGs অর্জনে সরকারের সাফল্য এবং SDGs সম্পর্কে ধারণা দেয়াসহ লক্ষ্য বাস্তবায়নে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণ। ৫.৫। সংশ্লিষ্ট জেলার ঐতিহ্য ও পর্যটন সম্ভাবনা তুলে ধরা। ৫.৬। প্রত্যেক জেলার একটি অনন্য পণ্য নিয়ে ঐ জেলার ব্র্যান্ডিং। ৫.৭। নারীর ক্ষমতায়নে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ। ৫.৮। তথ্য-প্রযুক্তি, সেবাখাত, অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে বাংলাদেশের অর্জন। ৫.৯। বাংলাদেশে বিনিয়োগ সম্ভাবনা তুলে ধরা। ৫.১০। স্থানীয় উন্নয়ন চাহিদা সম্পর্কে অবহিত হওয়া (জেলা/উপজেলা উন্নয়ন ভাবনা) এবং গণশুনানী গ্রহণ পূর্বক স্থানীয় সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান। ৫.১১। বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক জনগণকে প্রদেয় সেবা মেলাতে প্রদানের সুযোগ রাখা।	▪ মন্ত্রণালয়/ বিভাগ (সকল)
৬	কার্যক্রম/কর্মসূচি	৬.১। মেলার জন্য কমন স্লোগান এবং ব্যানার নির্ধারণ করা। ব্যানার ডিজাইন ক্ষেত্রে এটুআই সহযোগিতা করতে পারে। ব্যানারের কনটেন্ট এবং মেলার স্লোগানের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও জেলা/উপজেলা প্রশাসনের কাছ থেকে প্রস্তাব চাওয়া যায়। ৬.২। উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান; শোভাযাত্রা ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় মাননীয় মন্ত্রী/এমপি/জনপ্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারেন। প্রতিটি সরকারি দপ্তর/সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিভিন্ন এনজিও ইত্যাদি উপস্থিত থাকবে। এছাড়া, মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। ৬.৩। প্রতিটি জেলায় শেখ হাসিনা সরকারের সাফল্য/উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর পাঁচ (৫) মিনিটের ভিডিও চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন। ৬.৪। তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একদিন' শীর্ষক ভিডিও চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন। ৬.৫। জাতীয়ভাবে প্রস্তুত মেলার থিম সং প্রচার করতে হবে। প্রত্যেক জেলা মেলায় আলাদা আলাদা Theme Song তৈরি করতে পারে। ৬.৬। প্রতিটি সরকারি দপ্তর কর্তৃক নিজ নিজ উন্নয়ন তথ্যচিত্র উপস্থাপন; মেলার স্টলসমূহের মাধ্যমে প্রত্যাশীদের সেবা প্রদান করতে হবে। ৬.৭। সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে গৃহীত কার্যক্রম প্রচার। ৬.৮। বিভিন্ন সরকারি ও নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ও ডিজিটাইজেশন বিষয়ক উপস্থাপনা। ৬.৯। আলোচনা/মতবিনিময়/সভা/সেমিনার (পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ে)। ৬.১০। প্রতিটি জেলার একটি অনন্য পণ্য/পর্যটন স্থানকে কেন্দ্র করে উক্ত জেলার ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ৬.১১। সন্ধ্যায় জেলার বিশিষ্ট শিল্পীদের উপস্থিতিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান;উক্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও শেখ হাসিনা সরকারের সাফল্যকে উপজীব্য করে অনুষ্ঠানসূচি নির্ধারণ করা যায়। ৬.১২। সকল জেলা/উপজেলার মেলা প্রাঙ্গণে শেখ হাসিনা সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর একই পোস্টার/ব্যানার/ফেস্টুন প্রদর্শন। ৬.১৩। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে 'রিয়েলিটি শো'; রচনা প্রতিযোগিতা, চিত্রাংকণ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। ৬.১৪। প্রতি বছর উন্নয়ন মেলার একটি শ্লোগান/মূল বিষয় থাকবে। ৬.১৫। স্থানীয়মন্ত্রী/এমপি/জনপ্রতিনিধি/সরকারি দপ্তর/ বীরমুক্তিযোদ্ধা /সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিভিন্ন এনজিও ইত্যাদির উপস্থিতিতে সমাপনী অনুষ্ঠান। ৬.১৬। উন্নয়ন স্টল (সরকারি/বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক উন্নয়ন কার্যক্রম প্রদর্শন)। ৬.১৭। দূতাবাসসমূহে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সম্ভাবনা/মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সেমিনার করা যেতে পারে। ৬.১৮। প্রকল্পের কাজসমূহ মেলায় প্রদর্শন করতে হবে। ৬.১৯। মেলা উৎসব মুখর করতে সমন্বয় ও মনিটরিং করতে হবে। ৬.২০। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রাপ্ত আন্তর্জাতিক পুরস্কারের বিষয়ে প্রচার করতে হবে। ৬.২১। জারি-সারি গানের মাধ্যমে জঙ্গিবাদ, নারী নির্যাতন ও মাদক বিরোধী প্রচারনা চালাতে হবে।	▪ মন্ত্রণালয়/ বিভাগ (সকল)

		৬.২৪। উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন ভিডিও ক্লিপ প্রচার করা। ৬.২৫। বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও স্টলের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা। ৬.২৬। মেলা উপলক্ষে প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৬.২৭। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৭টি এবং আইসিটি অধিদপ্তরের ৬টি কম্পিউটার মোবাইল প্রশিক্ষণ ভ্যানের মাধ্যমে মেলা উপলক্ষে মেলা প্রাঙ্গণে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে। ৬.২৮। মেলায় স্থানীয়/জাতীয়/আন্তর্জাতিক অঙ্গণের সেলিব্রেটিদের অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। ৬.২৯। মেলাকে আকর্ষণীয় করার জন্য পিঠা উৎসব, খাদ্য কর্ণার, ডিজিটাল সুবিধা ইত্যাদির আয়োজন রাখা যেতে পারে।	
৭	প্রচার	৭.১। তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রেস অনুবিভাগের সম্পৃক্ততায় জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে প্রচার। ৭.২। স্থানীয় প্রচার মাধ্যমের ব্যবহার। ৭.৩। তথ্য চিত্র/অডিও/মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে প্রচার। ৭.৪। জাতীয়ভাবে মেলার জন্য একটি আকর্ষণীয় থিমসং তৈরি করতে হবে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থিমসংটি তৈরি করবে।	▪ তথ্য মন্ত্রণালয় ▪ স্থানীয় প্রশাসন ▪ সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়
৮	ব্যয় নির্বাহ	৮.১। মেলার আয়োজনের ব্যয় নির্বাহের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে পরিপত্র জারি করা যেতে পারে যাতে জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ থেকে যথাক্রমে জেলা ও উপজেলায় প্রশাসনের জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া যায়। ৮.২। এছাড়া মেলা সংশ্লিষ্ট কাজে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ স্ব স্ব সংস্থার অনুকূলে বাজেট বরাদ্দ প্রদান করতে পারে। ৮.৩। সরকারি বরাদ্দ ব্যতীত স্থানীয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা যেতে পারে। ৮.৪। মেলার ব্যয় সংকুলনের জন্য অর্থ মন্ত্রাণালয়কে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানের অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে অনুরোধ জানাতে হবে।	▪ মন্ত্রণালয়/ বিভাগ (সকল)
৯	সমন্বয়	৯.১। মেলা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য কেন্দ্রীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি থাকবে। ৯.২। তাছাড়া প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে এক/একাধিক কমিটি গঠন করবে। (ক) জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকগণের সভাপতিত্বে জাতিগঠনমূলক সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও জনপ্রতিনিধিগণকে নিয়ে কমিটি গঠন করা হবে। মাননীয় মন্ত্রী/এমপিগণ উপদেষ্টা থাকতে পারেন। সংশ্লিষ্ট অতি: জেলা প্রশাসক (সার্বিক) কমিটির সদস্য সচিব থাকবেন ও অন্যান্য সরকারি দপ্তর-এর কর্মকর্তাগণ সদস্য থাকবেন। (খ) উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয়ের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে উপজেলা কমিটি থাকবে। স্থানীয় মাননীয় এমপি/উপজেলা চেয়ারম্যান কমিটির উপদেষ্টা থাকতে পারেন। অন্যান্য সরকারি দপ্তর-এর কর্মকর্তারা কমিটির সদস্য থাকবেন। উপজেলা প্রকৌশলী কমিটির সদস্য সচিব হবেন।	▪ জেলা ও উপজেলা প্রশাসন। ▪ মন্ত্রণালয়/ বিভাগ (সকল)
১০	মেলায় সচিবগণের অংশগ্রহণ	১০.১। জেলা উন্নয়ন মেলায় একজন সচিব উদ্বোধনী বা সমাপনী দিনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে সচিবগণকে জেলা নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হবে।	▪ সিনিয়র সচিব/ সচিব/ ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)
১১	শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পুরস্কার প্রদান	১১.১। জেলা, উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ মেলা এবং প্রত্যেক জেলা/উপজেলায় শ্রেষ্ঠ আয়োজনের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পূর্ববর্তী বছরের জন্য ঘোষিত পুরস্কার ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে দেয়া না হয়ে থাকলে সেই পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে।	▪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
১২	কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১২.১। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ আগামী ৬ সপ্তাহের মধ্যে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের করণীয় বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করবে।	▪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
১৩	বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাস/মিশনের জন্য কর্মসূচি	১৩.১। বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহে মুক্তিযুদ্ধ, বিনিয়োগ, পর্যটন, শেখ হাসিনা উদ্যোগ, এসডিজি অর্জনের কৌশল এবং এসডিজি কর্মপরিকল্পনা, ফুড ফেস্টিভাল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন করা যেতে পারে। ১৩.২। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাস/মিশনের জন্য বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।	▪ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৪	নিরাপত্তা	১৪.১। মেলায় আগতদের নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক প্রবেশমুখে আর্চওয়ে বসাতে হবে, সম্ভব হলে মেলাস্থল সিসিটিভি'র আওতাভুক্ত রাখতে হবে।	▪ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ▪ জেলা/উপজেলা প্রশাসন

১৫	বিবিধ	১৫.১। উন্নয়ন মেলার যাবতীয় কার্যক্রম মোঃ খলিলুর রহমান, মহাপরিচালক, নির্বাহীসেল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় মনিটরিং করবেন। [ফোন: ৯১৪০৩৩১, মোবাইল: ০১৭১২-৫২৭৩৬০, ইমেইল: dgpepz@pmo.gov.bd] ১৫.২। জেলাপ্রশাসন ৩০ অক্টোবরের মধ্যে মেলার খসড়া কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন। ১৫.৩। মেলার প্রস্তুতির কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।	▪ জেলা প্রশাসক (সকল)

৩। পরিশেষে সভাপতি মহোদয় কর্তৃক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাঃ-/
(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি)

নং-০৩.৪৫১.০২২.০০০০.২০১৬-২৭৮

তারিখ: ১১ অক্টোবর, ২০১৭

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)..।
৩. প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
৪. মহাপরিচালক (সকল), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৫. বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
৬. সংস্থা প্রধান ....(সকল), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৭. প্রকল্প পরিচালক, এটুআই/আশ্রয়ণ প্রকল্প-২।
৮. পরিচালক (সকল), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৯. জেলা প্রশাসক (সকল)।

অনুলিপিঃ

১. প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১।
২. প্রধানমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব-১।
৩. মুখ্য সচিব/মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি)/সিনিয়রসচিব এর একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

১১/১০/২০১৭

(সমর কুমার ঘোষ)
পরিচালক (নির্বাহী সেল)
ফোন: ৯১৪০৯৮১
মোবাইল: ০১৭১২-৯৬৯২৯৬
ইমেইল: dir.pepz@pmo.gov.bd